ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬৩৮
আগরতলা,২৩ অক্টোবর,২০১৮

অসামাজিক কাজ বন্ধে ক্লাবগুলিকে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের ক্লাবগুলিকে নেশা মুক্ত, নারী নির্যাতন মুক্ত ও ভ্রষ্টাচার মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্লাবগুলি যদি সিদ্ধান্ত নেয় নিজ নিজ এলাকায় মদ, গাঁজা, ড্রাগস বিক্রয় বন্ধ করা হবে, নারী নির্যাতন বন্ধ করা হবে তখনই সমাজে অসামাজিক কাজ বন্ধ হবে ও সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব গতকাল চলমান সংঘের শারদীয়া দুর্গোৎসবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান। প্রদীপ জ্বেলে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব রাজ্যবাসীকে শুভ বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, চলমান মানে চলতে থাকা। চলতে থাকাই জীবন। আমি বিশ্বাস করি আপনারা ক্লাবের যে নাম রেখেছেন সেইমতো কাজ করবেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো ক্লাব এলাকার আশেপাশে যেখানেই মদ, হেরোইন, ফেন্সিডিল সহ যে সমস্ত নেশাদ্রব্য বিক্রি হয় তা বন্ধ করুন। এগুলি বিক্রি করা মানে দেশের মাকে বিক্রি করা, দেশের স্বাভিমানকে বিক্রি করা। অসামাজিক কাজ বন্ধে ক্লাবগুলিকে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের শিল্পীদের মধ্যেও নানা গুণ ও প্রতিভা রয়েছে। এ রাজ্যের শিল্পীরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও বিদেশে সমাদৃত। তাদেরকে আরও এগিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের একটাই লক্ষ্য নেশা মুক্ত, নারী নির্যাতন মুক্ত ত্রিপুরা গড়া। রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিকাঠামোর উন্নয়ন সহ কৃষি, বনায়ন, মৎস্যচাষ, প্রাণী সম্পদের বিকাশে কাজ করছে। সরকারের লক্ষ্য স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা।

বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, ১৯৫৪ সালে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় এ ক্লাবের সুনাম রয়েছে। সেই সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে তিনি ক্লাব কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চাইল্ড প্রোটেকশন রাইট কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ, ভূপেন চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিভাস সাহা, ক্লাব সম্পাদক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য ও হেডলাইনস ত্রিপুরার কর্ণধার প্রণব সরকার। গণেশ বন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শিল্পী অভ্রদীপ পাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্রী সহ হাজারো দর্শকের মন কেড়ে নেয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চলমান সংঘের সভাপতি সঞ্জয় পাল।

*****